সচিব সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন

সংস্থার নাম : বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (কর্তৃপক্ষ)
মাসের নাম: নভেম্বর ২০১৮

ক্রঃ নং	কার্যক্রম	বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য
১.৩	প্রশাসনিক সংস্কার এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানোর স্বার্থে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা, কর্মপদ্ধতি এবং সর্বাধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কর্মকর্তাদেরকে অবহিত থাকতে হবে। সর্বস্তরে ই-গভর্নেন্সকে সম্প্রসারিত করতে হবে।	প্রশাসনিক সংস্কার এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলানোর স্বার্থে নতুন নতুন ধ্যান-ধারণা, কর্মপদ্ধতি এবং সর্বাধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে কর্মকর্তাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে ই-গভর্নেন্সকে সম্প্রসারিত করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরো জোরদার করা হবে।
১.১০	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করণের পাশাপাশি প্রকল্প নির্বাচনে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিতে হবে। প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার সর্বাগ্রে বিবেচনায় নিতে হবে। সম্পদের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি মনে রেখে প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল সর্তকতার সঙ্গে যাচাই করতে হবে। প্রকল্প প্রণয়নকালে পরিবেশ সুরক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন পর্যায়ে জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য ষ্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করে প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।	উল্লেখিত দিক নির্দেশনার আলোকে নিম্নে বর্ণিত একটি প্রকল্প বর্তমানে কর্তৃপক্ষে চলমান রয়েছে: ১। "জনসাধারণ ও পরিবেশের পারমাণবিক নিরাপত্তা ও বিকিরণ সুরক্ষার লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অবকাঠামো শক্তিশালীকরণ" মেয়াদঃ মার্চ ২০১৮ - জুন ২০২১ মোটঃ ৩,১৭৪.১২ (লক্ষ) টাকা
১.১৬	অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানের নিকট ইউটিলিটি সেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির বিপুল অংকের বিল অপরিশোধিত রয়েছে। ভূমি উন্নয়ন কর বাবদও বিপুল পরিমাণ অর্থ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছে পাওনা রয়েছে। ১৯৯৬ সালে সরকার কর্তৃক বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ বকেয়া অর্থের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক স্ব স্ব বাজেট প্রস্তাবে তা প্রতিফলিত করতে পারে এবং সে অনুযায়ী অর্থ বিভাগ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে পারে। প্রয়োজনবোধে ধারাবাহিকভাবে একাধিক অর্থ বৎসরে এ বরাদ্দ দেওয়া যেতে পারে।	কর্তৃপক্ষের ইউটিলিটি সেবা ও ভূমি উন্নয়ন কর বাবদ কোন বকেয়া নেই।
১.১৭	বর্তমানে জেলা প্রশাসকগণ সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিনে গণশুনানি করে থাকেন। অনুরূপভাবে জেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ গণশুনানি করতে পারেন। কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/ সংস্থা/ দপ্তরের প্রধানগণ কর্তৃক গণশুনানি গ্রহণেরও একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করা যেতে পারে।	কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিমাসে গণশুনানি প্রতিবেদন যথারীতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।